



## বাণী

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৬ পৌষ ১৪২৬

১০ জানুয়ারি ২০২০

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১০ই জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাভর্তনের দিন হতে এই ক্ষণগণনা শুরু হবে। আর ১৭ই মার্চ ২০২০ বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালা।

এ উপলক্ষে আমি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে, যাঁদের অপারিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সাহসী অগ্নিপুরুষের নাম। পরাবীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে, কিন্তু সফল হতে পারেনি। অবশেষে বিংশ শতাব্দির গোড়ার দিকে মুক্তির দৃঢ় হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাবীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতা লাভ করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য- বাঙালির মুক্তির জন্য। মানুষের অধিকার আদায় ও মুক্তির লক্ষ্যে শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন লড়াই করেছেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। এমনকি জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আজীবনের আরাধ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ রুদ্ধ করে দেয়।

অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে জনগণের রায়ে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমরা কাজিত লক্ষ্যে উপনীত হবই, ইনশাআল্লাহ।

জাতির জন্য গৌরবময় এই উদযাপনে আপামর জনসাধারণ- বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে আমরা ১৭ই মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ই মার্চ ২০২১ সময়কে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করেছি। আমি মনে করি, 'বঙ্গবন্ধু' সকলের। কাজেই সকলের কাছে তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুলে ধরতে সরকারি-বেসরকারি সকল দপ্তর, সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল দল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন সফল করে তুলবে- এ আমার প্রত্যাশা।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে সারাদেশে স্থাপিত ক্ষণগণনার ঘড়ি এবং বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম তুলে ধরতে স্থাপিত ডিসপ্লেগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

আমি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা



26 Poush 1426  
10 January 2020

## Message

I extend my greetings to the countrymen on the occasion of launching of the Countdown Programme of the celebration of birth centenary of the greatest Bangali of all times, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The countdown starts on 10 January- the homecoming day of the Father of the Nation. Through the grand inauguration of the birth centenary of Bangabandhu, the celebrations will commence on 17 March 2020.

On this occasion, I pay my deep homage to the memory of the Father of the Nation. I also recall with profound respect the national four leaders, 3 million martyrs, 200 thousand oppressed women and the valiant freedom fighters, whose supreme sacrifice has brought us independence.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman is the name of a courageous and fearless person. The Bangalis had struggled for ages to liberate themselves from the subjugation and oppression but failed. At last, Bangabandhu emerged as an apostle of freedom under whose leadership the Bangalis achieved independence by breaking the shackle of oppression.

Bangabandhu was born for the wellbeing of the people, and freedom of the Bangalis. He fought lifelong against the rulers for establishing the rights of the people and their freedom. He had to spend the best period of his life in the dark cell of the jail. He was even ready to sacrifice his life for the sake of the people. His lifelong aspiration was to acquire political independence along with economic emancipation of the people of the country. Despite achieving political freedom, the assassination of Bangabandhu along with his most of the family members by the defeated enemies of the Liberation War on 15 August 1975 stopped the path of achieving economic emancipation.

Overcoming the various obstacles, we have been working to build a 'Golden Bangladesh' as Bangabandhu dreamt of. We have been taking practical plans and implementing those to turn Bangladesh into a middle income country by 2021 and a developed one by 2041. To meet the aspiration of the people, we will certainly achieve our goals, InshaAllah.

We have declared 17 March 2020 to 17 March 2021 as 'Mujib Year' with a view to upholding the life and works of Bangabandhu to the people, especially to the next generation through this glorious celebration. In my consideration, 'Bangabandhu' belongs to all. I hope that the celebration of the birth centenary will come to a success by projecting his life and works through different programmes and initiatives taken by all government, non-government offices, organizations, educational institutions as well as pro-liberation political parties and social-cultural organizations.

On the occasion of the celebration of the birth centenary of Bangabandhu, I hope, the countdown watch and the display devices that will depict the life and works of Bangabandhu, will create huge enthusiasm among the people.

I wish all out success of the programs taken on the occasion of countdown of celebration of the birth centenary of Bangabandhu.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu  
May Bangladesh Live Forever.

**Sheikh Hasina**